بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৩ই জুন, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে মক্কা বিজয়াভিযানের প্রেক্ষাপট সবিস্তারে উল্লেখ করেন এবং পরিশেষে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মক্কাবিজয় সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথা বর্ণনা করেছিলাম। এ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ হলো, কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে এবং মহানবী (সা.)-এর একজন দূতকে দম্ভভরে বলে দেয় যে, আমরা এ সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করছি আর মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করব। হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল, **আরবের যে গোত্র চাইবে কুরাইশের সাথে যোগ দিতে পারবে আর যে গোত্র চাইবে মুসলমানদের সাথে মিত্রতা গড়ে তুলতে পারবে।** সে অনুযায়ী বনু বকর কুরাইশের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল আর বনু খুযাআ মহানবী (সা.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। অজ্ঞতার যুগে এই দুই গোত্রের মাঝে শত্রুতা ছিল অনেক পুরোনো, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর যুগে এই চুক্তির মাধ্যমে তা কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল। ৮ম হিজরীর শাবান মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির বাইশ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর উভয় পক্ষের মাঝে আবার এক হত্যাকাণ্ড ঘটে। বনু বকরের এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-সম্পর্কে অবমাননাকর কবিতার পংক্তি পাঠ করায় বনু খুযাআর এক যুবক তাকে হত্যা করে। এর ফলে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। **বনু বকরের** সাথে **বনু নাফাসা** গোত্র যোগ দেয় আর তারা কুরাইশের কাছে সহযোগিতা চায়। এরপর তারা সবাই মিলে বনু খুযাআর বসতিতে ঘুমন্ত ও অপ্রস্তুত অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্রসহ আক্রমণ করে এবং সর্বসাধারণকে হত্যা করতে থাকে। এমনকি তারা হেরেম বা নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে এবং সেখানেও বনু খুযাআর ২০জন লোককে হত্যা করে।

মহানবী (সা.) কাশ্ফের মাধ্যমে উক্ত ঘটনা জানতে পারেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) সে রাতে আমার সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ওযূ করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি (সা.) তিনবার **লাব্বায়েক** (আমি উপস্থিত) বলেন এবং তিনবার **নুসিরতা** (তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে) শব্দ উচ্চারণ করেন। হযরত মায়মুনা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি আপনাকে এ দুটি শব্দ তিনবার করে উচ্চারণ করতে শুনলাম। আপনার কাছে কি কেউ এসেছিল যার সাথে আপনি কথা বলছিলেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। বিদ্যদর্শনে বনু খুযাআর এক ব্যক্তি আমাকে বলছিল, আমরা আপনাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি, আপনাদেরকে সাহায্য করেছি। এখন কুরাইশরা চুক্তিভঙ্গ করেছে আর আমাদের লোকদেরকে হত্যা করেছে, তাই আমরা আপনার সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে এসেছি। আমি তখন তাকে **লাব্বায়েক** (আমি উপস্থিত আছি) বলেছি। এরপর আমি বলেছি, **নুসিরতা** অর্থাৎ, তোমাকে সাহায্য করা হবে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, সেদিন প্রভাতে মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, খুযাআ গোত্রের সাথে কোনো এক ঘটনা ঘটেছে। আমি বললাম, **কুরাইশরা কি এখন আপনার সাথে চুক্তিভঙ্গ করার সাহস দেখাবে, অথচ যুদ্ধবিগ্রহ তাদেরকে পথে বসিয়েছে?** তিনি (সা.) বলেন, **তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞানুযায়ী এ চুক্তি ভঙ্গ করেছে আর এতে আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে অর্থাৎ, এর পরিণাম আমাদের জন্য উত্তম হবে।**

এই ঘটনার পর আমর বিন সালেম এবং বনু খুযাআর নেতা বুদায়েল বিন ওরাকা চল্লিশজন সদস্যসহ মহানবী (সা.)-এর সমীপে সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মদীনায় আসে এবং সকল ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে। মহানবী (সা.) বলেন, হে আমর বিন সালেম! **তোমাকে সাহায্য করা হবে**। এরপর তিনি (সা.) তাদেরকে একত্রে না গিয়ে পৃথক পৃথকভাবে ফিরে যেতে বলেন, যেন যাত্রাপথে তাদের কোনো সমস্যা না হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) এই ঘটনা শুনে বলেন, **সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তাদের প্রত্যেক সেই বস্তুর সুরক্ষা করব, যেসব বিষয়ে আমি আমার পরিবারের সুরক্ষা করে থাকি।**

এক বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) হযরত যামরা (রা.)-কে দূত হিসেবে কুরাইশের কাছে প্রেরণ করেন এবং তিনটি বিষয়ের একটি বেছে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। হয় **তারা বনু খুযাআর নিহতদের মুক্তিপণ দিবে**, নতুবা **বনু নাফাসার সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করবে** অথবা **হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করবে**। কুরাইশরা দম্ভভরে প্রথম দুটি প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দেয়। যাহোক, পরবর্তীতে কুরাইশরা তাদের অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং আবু সুফিয়ানকে মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করে, যেন হুদায়বিয়ার চুক্তি নতুনভাবে নবায়ন করা যায়। মহানবী (সা.) পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে জেনে সাহাবীদেরকে তার আগমনের সংবাদ দিয়েছিলেন। মদীনায় এসে সে যথাক্রমে হযরত আবু বকর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.)-র কাছে যায় এবং নিরাপত্তার দাবি জানায় এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে সুপারিশ করতে বলে। কিন্তু তারা প্রত্যেকে এই উত্তর দেন যে, আমাদের নিরাপত্তা প্রদান মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা প্রদানের মাঝে নিহিত। এরপর সে মসজিদে উপস্থিত সকল লোকের সামনে চুক্তি নবায়নের ঘোষণা প্রদান করে। এটি শুনে সবাই হেসে উঠে আর মহানবী (সা.) বলেন, এটি তোমার পক্ষ থেকে এক তরফা ঘোষণা অর্থাৎ, আমাদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো সম্মতি নাই। এক বর্ণনানুযায়ী সে হযরত ফাতিমা (রা.)-র সাথেও কথা বলেছিল। কিন্তু সে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফেরত যায় আর সেখানে গিয়ে কুরাইশ নেতাদের নিরাশার কথা শোনায়।

এরপর হুযূর রিসার্চ সেলের একটি গবেষণার আলোকে উল্লেখ করেন যে, কতক বর্ণনানুযায়ী আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)-কে বারবার বলছিল যে, আমি হুদায়বিয়া সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না, তাই চুক্তি পুনঃনবায়ন করা হোক। **হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিল না** -এ বিষয়টি পুরোপুরি ঠিক নয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বিষয়টি উল্লেখ করলেও বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থে এ ধরনের কোনো কথার উল্লেখ নাই। এটি প্রমাণিত যে, সে হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল, তবে হতে পারে চুক্তি লিপিবদ্ধের সময় সে সেখানে উপস্থিত ছিল না। হুযূর (আই.) বলেন, যাহোক এটি নিয়ে খুব বেশি বিতর্কের প্রয়োজন নাই।

হুযূর (আই.) বলেন, মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রাভিযান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে যুদ্ধাভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন, কিন্তু কোথায় যেতে হবে তা বলেননি। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.)-এর অভিপ্রায় কী? হযরত আয়েশা (রা.) নীরব থাকেন। মহানবী (সা.) সেখানে উপস্থিত হলে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আপনি কী যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) কয়েকটি গোত্রের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করেন যে, কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন? তিনি (সা.) নিশ্চুপ থাকেন। এক বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে মক্কাভিযানের কথা বলেছিলেন, তবে তা গোপন রাখতে বলেছিলেন।

মহানবী (সা.) এরপর সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, **যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন এই রমযানে মদীনায় এসে যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়।** তাঁর ঘোষণা শুনে আরবের গোত্রগুলো মদীনায় এসে সমবেত হতে আরম্ভ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, এ সময় মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-কে পরামর্শের জন্য ডাকেন এবং বলেন, **তোমরা জানো বনু খুযাআর সাথে কী ঘটেছে। কুরাইশরা চুক্তিভঙ্গ করেছে। এখন এটি আমাদের ঈমানের বিরুদ্ধ যে, আমরা ভয় পাবো এবং মক্কাবাসীদের সাহস ও শক্তি দেখে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না। তাই আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত। এ বিষয়ে তোমাদের মতামত কী?** হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তারা তো আপনার জাতি, আমরা আপনার জাতিকে কীভাবে মারতে পারি? এরপর হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি তো প্রতিদিন এ দোয়াই করতাম যে, এ দিনটি কবে আসবে আর আমরা মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় কাফিরদের সাথে লড়াই করব। মহানবী (সা.) বলেন, **আবু বকর কোমল স্বভাবের অধিকারী, কিন্তু উমরের মুখ দিয়েই সদা সত্য নির্গত হয়।**

মহানবী (সা.) এ সফরের গোপনীয়তা রক্ষার কিছু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি (সা.) সফরের পূর্বে ৮ জনের একটি ছোট্টো দলকে মক্কার বিপরীত দিকে **ইযাম** উপত্যকা অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন যেন লোকেরা মনে করে যে, তিনি (সা.) সেদিকে যাত্রা করবেন। এছাড়া মদীনার আশেপাশে কিছু লোককে নিযুক্ত করেন যারা দৃষ্টি রাখবে যে, মক্কার দিকে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি যাচ্ছে কিনা। তিনি (সা.) এসব তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হযরত উমর (রা.)-কে প্রদান করেছিলেন। পরিশেষে তিনি (সা.) খোদার সমীপে দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্! কুরাইশের কান ও চোখ বন্ধ রাখো অর্থাৎ, তাদের গোয়েন্দা বা গুপ্তচররা যেন আমাদেরকে না দেখে আর আমরা যেন অকস্মাৎ তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছি।** হুযূর (আই.) বলেন, এর বিস্তারিত বিবরণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, **যুদ্ধ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন, কেননা এখন ইরানের ওপর ইসরাঈল আক্রমণ করেছে আর অবস্থা ক্রমশঃ ভয়ংকররূপ ধারণ করছে। ইসরাঈল তো সকল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ক্ষতি করতে মুখিয়ে আছে, কিন্তু মুসলমান রাষ্ট্রগুলো এখনো ঘুমিয়ে আছে। তাদের আমল বলতে কিছু নাই আর না দোয়ার প্রতি মনোযোগ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তারা যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা কল্পনাও করতে পারছে না। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিন এবং নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন। সকল মুসলমান দেশ আজ বিপদের সম্মুখীন, কেননা আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা অর্থাৎ, কাফিররা সবাই এক। মুসলমানদের এখন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সমস্ত ফিরকাবাজি ভুলে গিয়ে এক হতে হবে; তাহলেই রক্ষা পাবে, এছাড়া আর কোনো উপায় নাই। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক নিরপরাধকে বড়ো ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করুন। আমাদেরও দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন,** আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)